গাংনীতে ব্যাংক এশিয়ার ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংকের মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শাখার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে ইফতারপূর্ব আয়োজিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংকের গাংনী উপজেলা শাখার পরিচালক মো. মাসুম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য নজমুল হুদা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডা. রবিউল ইসলাম, পৌর শাখার আমির আহসানুল হক, ব্যাংক এশিয়ার সিনিয়র অফিসার মো. রোয়েল মিয়া, মেহেরপুর জেলা শাখার ব্যবস্থাপক ফিরোজ আল মামুন এবং গাংনী পৌর জামায়াতের বায়তুল মাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান।

সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক রাশিদুল ইসলাম বোরহান।

আলোচনা সভায় ব্যাংক এশিয়ার বিভিন্ন এজেন্ট শাখার পরিচালক ও গ্রাহকরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ২৪টি পরিবারের মাছ ধরার জাল পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

রাতের আঁধারে ২৪টি পরিবারের স্বপ্ন ও আয়ের উৎস পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। প্রায় তিন লাখ টাকার মাছ ধরার জাল আগুনে পুড়ে যায় বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

ঘটনাটি গত বুধবার মধ্যরাতে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মটমুড়া

ক্লাব বাজার এলাকায় ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ব্যবসায়ী মফিজুল ইসলাম বলেন, “আমরা ২৪টি পরিবার একসঙ্গে মাছ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। আমাদের সংসার এই জালের ওপর নির্ভরশীল। অথচ কারা যেন রাতের আঁধারে আমাদের জালগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমরা কী খাবো, কীভাবে আয় করবো? নতুন করে জাল কিনতে বর্তমানে প্রায় চার লাখ টাকা লাগবে। যদি আমাদের ওপর কারও এত রাগ থাকতো, তাহলে আমাদের গায়ে আঘাত করলেও সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু এত বড় ক্ষতি কীভাবে সামাল দেবো?”

আরেক মাছ ব্যবসায়ী মহিবুল হোসেন বলেন, “আমরা ঋণ নিয়ে দুটি জাল কিনে মাছের ব্যবসা করি। কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি ২৪টি পরিবার এই জালের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করি। যতদিন পর্যন্ত নতুন জাল কেনার টাকা জোগাড় করতে না পারবো, ততদিন আমাদের বসে থাকতে হবে। তাই অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।”

এ ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। আগুনে পুড়ে যায় বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

ঘটনাটি গত বুধবার মধ্যরাতে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মটমুড়া ক্লাব বাজার এলাকায় ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ব্যবসায়ী মফিজুল ইসলাম বলেন, “আমরা ২৪টি পরিবার একসঙ্গে মাছ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। আমাদের সংসার এই জালের ওপর নির্ভরশীল। অথচ কারা যেন রাতের আঁধারে আমাদের জালগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমরা কী খাবো, কীভাবে আয় করবো? নতুন করে জাল কিনতে বর্তমানে প্রায় চার লাখ টাকা লাগবে। যদি আমাদের ওপর কারও এত রাগ থাকতো, তাহলে আমাদের গায়ে আঘাত করলেও সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু এত বড় ক্ষতি কীভাবে সামাল দেবো?”

আরেক মাছ ব্যবসায়ী মহিবুল হোসেন বলেন, “আমরা ঋণ নিয়ে দুটি জাল কিনে মাছের ব্যবসা করি। কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি ২৪টি পরিবার এই জালের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করি। যতদিন পর্যন্ত নতুন জাল কেনার টাকা জোগাড় করতে না পারবো, ততদিন আমাদের বসে থাকতে হবে। তাই অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।”

এ ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

গাংনীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে “আমাদের করণীয়” শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী এই সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাংনী পিএফজি অ্যাম্বাসিডর জুলফিকার আলী ভুট্টো।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যশোর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম। গাংনী পিএফজি সমন্বয়কারী রফিকুল ইসলাম বকুলের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ফেরদৌস ওয়াহেদ বেল্টু, সভাপতি, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপি ও সাবেক চেয়ারম্যান, কাথুলী ইউপি। মোঃ রেজাউল ইসলাম, ওয়ার্ড সভাপতি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। মোজাম্মেল হক, সভাপতি, সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক), গাংনী উপজেলা শাখা।

আবু সাদাত সায়েম পোল্টু, সাধারণ সম্পাদক, সুজন, গাংনী উপজেলা শাখা। আবজাল হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক গাংনী উপজেলা বিএনপি। আব্দুল বারী মাস্টার সাবেক প্রধান শিক্ষক শোলমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আব্দুল ওহাব মাস্টার সহকারী শিক্ষক ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। লায়লা আরজুমান বানু সাধারণ সম্পাদক মেহেরপুর জেলা মহিলা দল। আব্দুল মালেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গাংনী উপজেলা বিএনপি। সাহেব আলী সেন্টু সভাপতি তারেক জিয়া প্রজন্ম দল, মেহেরপুর জেলা শাখা। সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন।

সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামাজিক সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক সহনশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, গুজব প্রতিরোধ এবং সব ধরনের সহিংসতা পরিহার করে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে খোরশেদ আলম বলেন, শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তিনি স্থানীয় পর্যায়ে সংলাপ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও যেকোনো বিরোধ নিরসনে পিএফজি সদস্যদের গঠনমূলক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুরু হলো পরিচ্ছন্নতা অভিযান

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুরু হলো পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

আজ সোমবার সকালে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা নিজ হাতে ঝাড়ু দিয়ে নর্দমা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থান পরিষ্কার করে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। জামায়াতে ইসলামির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিচালিত পরিচ্ছন্নতা অভিযানে তাঁর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হুসাইন, উপজেলা সাবেক সেক্রেটারী মোঃ শফিকুল ইসলাম, পৌর বায়তুলমাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান, উপজেলা যুব বিভাগের

সভাপতি আবু সায়েম, পৌর যুব বিভাগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সেক্রেটারি রওশন মাহমুদ সাবেক কাউন্সিলর আলমগীর হোসেনসহ জামায়াত ও শিবিরের প্রায় ৫০ জন নেতাকর্মী।

পরিচ্ছন্নতা অভিযানে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল আজিজ, মেডিকেল অফিসার ও সেবিকারাও উদ্যোগটিকে স্বাগত জানান।

নবনির্বাচিত এমপি নাজমুল হুদা বলেন, “আমরা একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত শহর গড়ে তুলতেই এই অভিযান শুরু করেছি। এটি কোনো একদিনের কর্মসূচি নয়—নিয়মিতভাবেই এই কার্যক্রম চলবে।”

গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন

মেহেরপুরের গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ সোমবার গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে এক সভার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি আগামী তিন বছরের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়।

নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডা: মোঃ রবিউল ইসলাম। সহ-সভাপতি মোঃ সালাউদ্দিন শাওন ও প্রফেসর মোঃ বেদারুল আলম। সাধারণ সম্পাদক মোঃ বশির আহমেদ। সহ-সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব মাহবাবুল বারী সাজু ও মোঃ বজলুর রহমান। সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু, দপ্তর সম্পাদক প্রফেসর মহিবুর রহমান মিন্টু এবং কোষাধ্যক্ষ মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম।

এছাড়াও সদস্য হিসেবে রয়েছেন—ইলিয়াস হোসেন, আলী আজগর, ছাদ আলী, আ: হান্নান, ইউনুস আলী ও মাহবুল হক। সভায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান এলাকার ধর্মীয় কার্যক্রম, ঈদ জামাতের সুষ্ঠু আয়োজন এবং সার্বিক উন্নয়নে নবগঠিত কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তারা আশা প্রকাশ করেন, নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে ঈদগাহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কমিটির সভাপতি মোঃ রবিউল ইসলাম বলেন, “সকলের সহযোগিতায় গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহকে একটি আদর্শ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।”

উল্লেখ্য, ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি আগামী তিন বছর দায়িত্ব পালন করবে।

গাংনীতে প্রবাসীর স্ত্রীর তিন লাখ টাকার স্বর্ণ নিয়ে লাপাত্তা জ্বিনের বাদশা

‘জ্বিনের বাদশা’র কথায় বিশ্বাস করে তিন লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণ জমা দিয়ে পিতলের মূর্তি পেলেন এক প্রবাসীর স্ত্রী। প্রায় দুই মাস মোবাইলে যোগাযোগের পর এমন প্রতারণার শিকার হন ওই নারী। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী আশরাফুলের স্ত্রী লিলুফা খাতুনের সঙ্গে। এ ঘটনায় জেলাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভুক্তভোগী নারী জানান, দুই মাস আগে গভীর রাতে একটি অচেনা নম্বর থেকে তার মোবাইলে কল আসে। তিনি কল রিসিভ করলে অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে ‘জ্বিনের বাদশা’ পরিচয় দেন। কল কেটে দিলে পরিবারের বড় ক্ষতি হবে বলে ভয় দেখিয়ে কল না কাটতে বলেন। তিনি বিভিন্ন দোয়া-দরুদ ও মন্ত্র পড়তে থাকেন এবং এ বিষয়ে কাউকে কিছু না বলতে নিষেধ করেন।

পরদিন মধ্যরাতে আবার কল দিয়ে তাকে নিজের মেয়ে দাবি করেন এবং ধনসম্পদে ভরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এভাবে প্রায় দুই মাস ধরে তার সঙ্গে নিয়মিত কথা বলতে থাকেন।

গত শনিবার গভীর রাতে আবারও কল দিয়ে কথিত ‘জ্বিনের বাদশা’ বলেন, “তুমি আমার মেয়ে। তোমাকে অনেক ধনসম্পদ দিতে চাই। গাংনী বড় মসজিদের পেছনে একটি স্বর্ণের মূর্তি রাখা আছে। সেটি নিয়ে বাড়িতে

গোপন জায়গায় রাখবে। বিনিময়ে তোমার বাড়িতে থাকা সব স্বর্ণের গহনা ওই স্থানে রেখে আসবে। পরদিন সকালে গহনাগুলো সেখান থেকে নিয়ে যাবে।”

তার নির্দেশনা অনুযায়ী লিলুফা খাতুন স্বর্ণের চেইন, দুল, চুড়িসহ বিভিন্ন গহনা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে মূর্তিটি বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরদিন রোববার দুপুরে গহনা নিতে গিয়ে সেখানে কিছুই না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। তখনই বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

পরে কথিত ‘স্বর্ণের মূর্তি’টি স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে গেলে জানা যায়, সেটি পিতল/কাঁসার তৈরি। প্রায় তিন লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার খোয়া গেছে বলে জানান তিনি। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে উৎসুক জনতা মূর্তিটি দেখতে ভিড় করেন।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার বলেন, “এটি একটি প্রতারক চক্রের কাজ। ভুক্তভোগী অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীতে মোবাইলের দোকানে দুর্ধর্ষ চুরি, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৮ লক্ষ

রাতের আধারে বামন্দী বাজারের ব্যাংক এলাকা হিসেবে পরিচিত বিশ্বাস টাওয়ারে অবস্থিত আর এস টেলিকম নামের একটি মোবাইল দোকানে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

এ সময় চোরের দল দোকান থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন, মূল্যবান মালামাল, বিকাশের এজেন্ট মোবাইল ও নগদ আড়াই লক্ষ টাকাসহ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার মোবাইল নিয়ে গেছে।

গতকাল শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) রাতের কোনো এক সময় জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজার এলাকার জনতা ব্যাংকের সামনে অবস্থিত আর এস টেলিকমে ঘটনাটি ঘটে। আজ রবিবার সকালে দোকান মালিক বিদ্যুৎ

হোসেন দোকান খুলতে এসে চুরির বিষয়টি জানতে পারেন।

দোকান মালিক বিদ্যুৎ হোসেন বলেন, “আমি গতকাল রাত আটটার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাই। সকাল নয়টার সময় দোকান খুলতে এসে দেখি দোকানের তালা খোলা। ভেতরে গিয়ে দেখি র্যাকে থাকা প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার মোবাইল ফোন, ক্যাশে থাকা নগদ আড়াই লক্ষ টাকা, বিকাশের এজেন্ট মোবাইলসহ অন্যান্য মালামাল চুরি হয়ে গেছে।”

তিনি আরও জানান, পরে তিনি বাজার কমিটির সভাপতি ও পুলিশকে বিষয়টি অবগত করেন।

বামন্দী বাজার কমিটির সভাপতি আব্দুল আওয়াল বিশ্বাস বলেন, “মেহেরপুর জেলার বাণিজ্যিক শহর হিসেবে পরিচিত বামন্দী বাজার। এই মোবাইল দোকানটির চারপাশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে নয়টি ব্যাংক রয়েছে। তাদের সকলের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে। এমন একটি নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে দোকানে চুরি হওয়া খুবই হতাশা ও আতঙ্কের বিষয়। চোরচক্র ধরা না পড়লে ব্যবসায়ীরা আতঙ্কের মধ্যে থাকবে।”

গাংনী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার বলেন, “পুলিশ সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে সকাল থেকেই তদন্ত শুরু করেছে। অপরাধীদের ধরতে পুলিশ মাঠে কাজ করছে।”

গাংনীতে সড়ক থেকে হলুদ বোঝাই অটো ছিনতাই

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার নওদা মটমুড়ার কাজলের ইটভাটার সামনের সড়কে চালক ও আরোহীকে গাছের সাথে বেধে রেখে হলুদ বোঝাই বযাটারি চালিত অটো ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ শনিবার আনুমানিক ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে।

স্থানীয়রা জানান,আজ ভোরে নওদামটমুড়া-বামন্দী আঞ্চলিক সড়কে কাজলের ইটভাটার সামনে একটি গাছের সাথে দুজনকে বাধা অবস্থায় দেখে পথচারীরা চরগোয়ালগ্রামের আনিচুর ও উজ্জ্বল হোসেনকে উদ্ধার করে।

পরে তাদের কাছ থেকে জানতে পারেন তাদের হলুদ বোঝাই ইজিবাইকটি ছিনতাই হয়েছে।

আনিচুর সাথে মোবাইলে কথা বলে জানা যায়,আজ ভোরে নিজ গ্রাম থেকে উজ্জ্বল হোসেনকে সাথে নিয়ে হলুদ বিক্রির জনয পাশ্ববর্তী উপজেলা আলমডাঙার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধযে নওদামটমুড়ার কাজলের ইটভাটার সামনে পাঁচজন তাদের পথ রোধ করে। তাদের সড়কের পাশে থাকা একটি গাছে বেধে রাখে। এবং তাদের ইজিবাইক ও সাথে থাকা হলুদ নিয়ে চলে যায়। পরে তারা চিৎকার করলে পথচারীর ও স্থানীয়রা এসে তাদের উদ্ধার করে।

আনিচুরের স্ত্রী জানান,এই অটো চালিয়ে যা আয় হয় তাই দিয়ে সংসার চালাই। আমি স্বামী স্ট্রোকের রুগী অনয কোন কাজও করতে পারে না। আজ সকালে আলডাঙা যাওয়ার পথে গাছে বেধে রেখে অটো গাড়িটা ছিনতাই করে নিয়ে গেলো। এখন আমার সংসার চলবে কি করে?

গাংনীতে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি আত্মহত্যা

পারিবারিক কলহ ও বেকার জীবন-যাপনে মানষিক চাপে গলায় ফাঁস দিয়ে আটাশ বছর বয়সি যুবক মোবারক হোসেন আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোমরদহ স্কুলপাড়া গ্রামে।

নিহত মোবারক হোসেন ওই গ্রামের কৃষক আক্কাছ আলীর ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নিহত যুবক বতর্মানে বেকার জীবন-যাপন করছিল, এর আগে বেশ কয়েকবার প্রবাসে যাওয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েন মোবারক হোসেন। তারই ধারাবাহিকতায় সাংসারিক বিষয় ও প্রবাসে যাওয়া নিয়ে আবারও পরিবারের

লোকজনের সাথে কথা চলছিলো। তবে কোন ঝগড়া বিবাদ ছাড়াই শুক্রবার সকালে সবার অজান্তেই সে তার বসত ঘরের আড়ার সাথে গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্ম হত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরে পাশের বাড়ির লোকজন ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চিকিৎসার জন্য তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

সেখানে থাকা কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. তাসমেরী খাতুন মোবারক হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, এ ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধিন রয়েছে।

রমজান সামনে রেখে মেহেরপুরে জমে উঠেছে খেজুরের বাজার

পবিত্র মাহে রমজান শুরু হতে আর একদিন বাকি। রোজাকে ঘিরে মেহেরপুর, গাংনী ও মুজিবনগরের বিভিন্ন ফলের দোকানে বেড়েছে খেজুরের চাহিদা। ইফতারের প্রধান অনুষঙ্গ হওয়ায় বাজারে এখন সবচেয়ে বেশি ভিড় খেজুরের দোকানগুলোতেই।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, প্রকার ও মানভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে নানা জাতের খেজুর। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী বিভিন্ন মান ও প্রকারভেদে লুলু/বরই ৫০০ টাকা, মেডজুল ১,০০০ থেকে ১,৪০০-২,২০০ টাকা, মরিয়ম ১,২০০, আজওয়া ১,২০০, মাবরুম ১,২০০, মাশরুখ ৫০০, মাশরুম ১০০, দাবাশ ৫০০, খালাস ৩৫০, জিহাদি ৩০০, বারারি ৪৫০, ফরিদা ৫০০, আদম ১,২০০ ও রেজিজ ৩৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারের এক খেজুর বিক্রেতা আলী জানান, রমজান এলেই খেজুরের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আমরা চেষ্টা করছি ভালো মানের খেজুর সংগ্রহ করে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে। কিছু আমদানিকৃত খেজুরের দাম বেশি হলেও স্থানীয় ও সাধারণ মানের খেজুর সাশ্রয়ী দামে রয়েছে।

অন্য এক দোকানি বলেন, মেডজুল ও আজওয়া খেজুরের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। অনেকে আগেভাগেই কিনে রাখছেন যাতে রমজানে সংকট না হয়।

খেজুর কিনতে আসা বামন পাড়ার ফখরুল ক্রেতা জানান, রমজানে প্রতিদিন ইফতারে খেজুর লাগে। দাম কিছুটা বেশি মনে হলেও ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে আমরা ভালো মানের খেজুরই কেনার চেষ্টা করি।

রমজানকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই মেহেরপুরের বাজারে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। ইফতারের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা।